দৈনিক বাংলা

তারিখ 03. JUL. 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

৫৪

প্রধান শিক্ষক সাসপেন্ড

রোল নম্বর বদল করে পাসকে ফেল আর ফেলকে পাস—

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাগেরহাট, ২ জুলাই।—জেলার মোল্লাহাট কেন্দ্রে '৯৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মিনা রানী রায় নামে একজন পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর পরিবর্তন করার ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়েছে। যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে সম্প্রতি উক্ত পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে পাস করেছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। ইতিপূর্বে ঘোষিত ফলাফলে সে ফেল করেছিল।

জালিয়াতির মাধ্যমে রোল নম্বর পরিবর্তনের এই ঘটনায় মোল্লাহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। স্কুলের কেরানী আত্মগোপন করেছে।

মিনা রানী রায় মোল্লাহাট কেন্দ্রে '৯৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় সে ফেল করেছে। মিনা রানী তার উত্তরপত্র পুনঃ পরীক্ষার জন্য যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষের পুনঃ পরীক্ষার জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পেরে মিনা রানী তার পিতাকে নিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ডে হাজির হয়। সে তার প্রাপ্ত নম্বর চ্যালেঞ্জ করে পুনরায় নিরিক্ষার জন্য আবেদন জানায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আরো খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

গত ১২ জানুয়ারী যশোর বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ফজলুর রহমান তদন্তের জন্য মোল্লাহাট আসেন। তদন্তে দেখা যায় যে, মিনা রানী রায়ের রোল নম্বর ৫০৩। ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং অঙ্কের উত্তরপত্রে মিনা রানীর রোল নম্বর ৫০৩ এর স্থলে ৫০৭ লিখে দেয়া হয়েছে। এই ৫০৭ রোল নম্বরধারী পরীক্ষার্থীর নাম হচ্ছে বেবী রানী পাল। অপর দিকে বেবী রানী পালের এই তিনটি বিষয়ের উত্তরপত্রে তার রোল নম্বর ৫০৭ এর স্থলে ৫০৩ লিখে দেয়া হয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেছে বেবী রানী দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে।

ব্যাপক তদন্তে একজন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রে অন্য একজনের রোল নম্বর লিখে দেয়ার এই রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। যশোর বোর্ড কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বেবী রানী পালের ফলাফল বাতিল করেছে। অন্যদিকে মিনা রানী রায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা করা